শ্রেষ্ঠ কবিতা

সুহিতা সুলতানা

শ্রেষ্ঠ কবিতা
সুহিতা সুলতানা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৪৫০ টাকা

Sreshtho Kobita by Suhita Sultana Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97450-1-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক সুব্রত বড়ুয়া
সংগীতশিল্পী লুভা নাহিদ চৌধুরী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূ মি কা

আমার কবিতা লেখার বয়স খুব অল্পও নয় আবার বেশিও বলা যায় না। লেখাপড়া শেষ হবার পর চাকরির পাশাপাশি কবিতা লিখে এ পর্যন্ত উঠে আসা কম বিড়ম্বনার নয়। যা কখনো হয়েছে আনন্দময় কখনো নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে নানাবিধ জটিলতা থেঁতলে দিয়েছে মস্তিষ্কের সমুদয় কোষ। সমূহকারণেই কবিতায় উঠে এসেছে আত্মযন্ত্রণা শ্লাঘা দৈনন্দিন টানাপোড়েন এবং তা নানা রঙের রেখায় চিত্রিত হয়েছে। কবিতার পাঠক নির্বাচিত হলেই আনন্দের। আমি সময়ের মধ্যে বসে কবিতা লিখি। সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করলে দেখা যায় মানুষই বদলে দিচ্ছে সব; দীর্ঘদিনের রুচি ও প্রজ্ঞার ওপর দলবাজির হাকডাক চেপে বসেছে। যে কারণে পাঠক এবং সমালোচকও অনেক সময় ভয়ে ভালোলাগার সমর্থনটুকু প্রকাশ্যে বলতে পারে না। এসব ধান্দাবাজদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে আমি আমার মতো করে আমার কবিতা পাঠকের রুচিকে গুরুত্ব দিয়ে কবিতা লিখতে চেষ্টা করি।

সব মানুষই আমার কবিতা খুঁজে পড়বে আমি তা মনে করি না। জীবনে শুধু কবিতা লিখেই সময় পার করে দিতে চেয়েছিলাম। লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে প্রবেশ করার পর দীর্ঘ চাকরিজীবন একদিকে যেমন অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে পাশাপাশি অসহ্য যন্ত্রণার ভিতরেও ফেলে দিয়েছে। জীবনটা মনে হয়েছে মৃত্যুর মতো। এই কবিতা লিখতে গিয়েই ক্রমশ একা হয়ে গিয়েছি পড়ে গিয়েছি আমনুষের রোষানলে। জীবন হয়ে উঠেছে ভাঙা কাঁচের মতন। আমি মনে করি জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা হচ্ছে কবিতা। সমাজে সৎ হয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থেকে কবিতা লিখে যাওয়া কতটা কঠিন তা অনুভব করেছি প্রতিটি মুহূর্তে। যাপিত সময়ের ভেতরে সমূহবিষয় আমার কবিতায় উঠে এসেছে বারবার। রহস্যময়তা, পাখির নীরবতা, সবুজ বৃক্ষের ক্রন্দন, নারীর অব্যক্ত আর্তনাদ, সবুজ বৃক্ষে মোড়ানো মায়ের দ্বিতল বাড়ির স্মৃতি, সহোদরার অবুঝ কীর্তি, মানুষের লোভার্ত চোখ এবং হিংস্রতা আমার কবিতার উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। যারা ভবিষ্যৎকে হাতের মুঠোয় ভরে এক হাত দেখাতে চায় আমি তাদের জৌলুশকে ঘৃণা করি। আমি বারবার মানুষের যাপিত জীবনের অমোঘ সত্যকে তুলে আনতে চেয়েছি কবিতায়। আমার সকল নৈঃশব্দ্যকে মুদ্রিত করতে চেয়েছি কবিতায়। লক্ষ্য করেছি আমার সময়গুলো যন্ত্রণাবিদ্ধ অস্থিরতার মধ্যে পড়ে যখন বিপর্যস্ত হয়ে তছনছ করে দেয় মুহূর্ত আমি তখন আমার কবিতার মধ্যে আশ্রয় খুঁজি। 'কবি' এক রহস্যময় অভিধা। আর কবিতা জীবনের মহত্ত্বম শিল্প।

আমি বারবার সব নিন্দুকের অপচ্ছায়া থেকে আমার ভাবনা ও ইচ্ছাশক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি। কবিতা হয়ে উঠছে আমার কাছে বেঁচে থাকার শিল্প। কবিতার ভেতর দিয়েই নিজেকে এবং অন্যকে সহজে অনুভব করা যায়। প্রতিবাদের ভাষা হিসাবেও কবিতা অব্যর্থ। সব পাঠকই যে কবিতা পাঠক হয়ে উঠবেন, তা আমি মনে করি না, কবিই তার কবিতার প্রথম পাঠক। নিয়তি মানি না যদিও তারপরও নিয়তি ঘন হয়ে পাশে বসে, কখনো কখনো গভীরভাবে মৃত্যুচিন্তা আমার ভেতরে কাজ করে।

আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষেরই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছানোর পথটি নিরাপদ ও আনন্দময় হওয়া উচিত। কিন্তু কতিপয় মানুষের প্রতিহিংসার শিকার হলে জীবন আর জীবন থাকে না; তেসপাতা হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসা পরিবেশের ভেতরে পড়ে গেলে কবির জীবনও নির্জনতার কারাগারের মধ্যে জল গুনে গুনে প্রহর অতিক্রম করার মতো!

কী বিস্ময়করভাবে করোনা খেয়ে ফেলেছে মানুষের স্মরণশক্তি! আমরা ক্রমশ একে অন্যকে ভুলে যাচ্ছি। তৈরি হচ্ছে স্বার্থের জগৎ। পা ফেললেই মর্মাঘাত। মায়াহীন বিস্তার ক্রমশ একাকিত্বের মগডালে এখন বিষযুক্ত হাওয়া খায় বিষাক্ত প্লাস্টিক কণার মতো। এ শহরে আমাদের যাপিত জীবন এরকমই। এসব অনুষঙ্গ আমার কবিতার শরীরজুড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মানুষের মর্মান্তিক পরিণতি অবলোকন করে প্রকৃতির নির্মম অভিশাপ আমরা বহন করে চলেছি।

ইতোমধ্যে নির্বাচিত কবিতা, কবিতাসমগ্র-১ সহ প্রকাশিত হয়েছে আমার ২২টি কবিতাগ্রন্থ। এসব গ্রন্থের মধ্য থেকেই পাঠকের ভালোলাগাকে গুরুত্ব দিয়ে কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে। কবি প্রকাশনী আমার অধিক সংখ্যক কবিতাগ্রন্থের প্রকাশক। এবার *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বের হচ্ছে কবি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারীর বিশেষ আগ্রহে। পাশে থেকে উৎসাহ যুগিয়েছেন বড়ভাই কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন, আহমেদ শিপলু, গিরীশ গৈরিক, সাম্য রাইয়ান, হারুন পাশা, সৌম্য সালেক, নিলয় রফিক। প্রিয় প্রচ্ছদশিল্পী মোস্তাফিজ কারিগর অধিক যত্নসহকারে সময় নিয়ে প্রচ্ছদ অংকন করেছেন, অনুজপ্রতীম এ শিল্পীর প্রতি নিরন্তর শুভকামনা।

শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশ করার জন্য কবি প্রকাশনীর কর্নধার কবি সজল আহমেদের প্রতি অশেষ ঋণ ও কৃতজ্ঞতা।

সুহিতা সুলতানা

২১শে মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
একুশে বইমেলা ২০২৩

সূ চি প ত্র

হাত ১৩
স্বাদহীন নাভিমূল ১৪
ঘাতকের নগ্ন করতল ১৫
মাছ ও শকুনরহস্য ১৬
পা ১৭
মোজা ১৮
ভেঙে পড়ে সকল মোহ ১৯
উপসংহার ২০
উত্থিত ঢেউয়ের ফণা ২১
যে যায় সে দীর্ঘ যায় ২২
পরাক্রান্ত বৃষ্টি হয়ে ২৩
কোনো জল নয় শুশ্রূষা নয় ২৪
কোথাও নিরাপত্তা নেই ২৫
গ্রহণ অগ্রহণের কালে ২৬
বৈশাখের এমন দিনে ২৭
হে শূন্যতা ২৮
আত্মহননের গান ২৯
ওভার লুক ৩০
অন্তরীণ ৩১
অনিদ্রার লবণাক্ত প্রহর ৩২
ক্লেদ ও নীল ঘুড়ি ৩৩
শাদা কালোর পৃথিবীতে রক্তের রঙ লাল ৩৪
ক্রমশ মানুষের উচ্চতা কমে গেলে ৩৫
হে ক্ষণজন্মা ভোর ৩৬
অনিশ্চিত জীবনের গল্প ৩৭
আত্মহত্যার আগে ৩৮
পাথর ও বৃক্ষের নিচে ৩৯
মানুষের গল্প ৪০
ক্লেদ ৪১
শূন্যতা ৪২
রক্তবর্ণ ক্ষত ৪৩
বোধ ৪৪
যাদুর মখমল ৪৫
বিষাদের শোকগাঁথা ৪৬
মস্তিষ্ক ৪৭
যুগপৎ ৪৮
অনিদ্রার খসড়া ৪৯
প্রক্রিয়া ৫০
শীত উৎসব ৫১
হেমন্ত ৫২
দম্ভ ৫৩
জন্মঋণ ৫৪
উপলব্ধি ৫৫
সংশয় ৫৬
সূত্র ৫৭
অধিক ৫৮
অনল ৫৯
শহর ৬০
চোখ ৬১
মুহূর্ত ৬২
ক্ষয় ৬৩
অন্তর্দাহ ৬৪
ফণা ৬৫
ক্ষত ৬৬
জলে ভরা মেঘের দিকে ৬৭
মার জন্য এলিজি ৬৮
মাকে নিয়ে লেখা ৬৯
স্তব্ধতার ভেতরে লণ্ঠনের আলো নিভে গেলে ৭০
অনন্ত মৃত্যুর সাথে ৭১
বরষার কবিতা ৭২
অসমাপ্ত কবিতা ৭৩
সত্যপাঠ ৭৪
বিবর্ণ ছায়ার নিচে ৭৫
জটিল নকশা ৭৬

অন্ধত্ব ৭৭
উৎক্ষিপ্ত যুগসন্ধিহীন সময় ৭৮
যাকে ভালোলেগেছিলো একদিন ৭৯
হালুসিনেইশন ৮০
সেনেটোরিয়াম ৮১
ছায়াঘুম ৮২
প্রতিক্ষিত পিপাসার দ্বিধা ৮৩
ঝাঁপতাল ৮৪
ভাঁটফুল ৮৮
অপরাহ্নে শঙ্কাতুর ঢেউ ৮৯
অনুগ্রহ দেখালে বড় বেশি স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠো তুমি ৯০
আধপোড়া কাষ্ঠখণ্ড ৯১
বায়োস্কোপ-১ ৯২
বায়োস্কোপ-২ ৯৩
শীতের কবিতা-১ ৯৪
অন্তরীক্ষে (অ) স্বপ্নের দাহ ৯৫
হারিকেন-১ ৯৬
হারিকেন-২ ৯৭
হারিকেন-৩ ৯৮
হারিকেন-৪ ৯৯
হারিকেন-৫ ১০০
হারিকেন-৬ ১০১
হারিকেন-৭ ১০২
হারিকেন-৮ ১০৩
হারিকেন-৯ ১০৪
হারিকেন-১০ ১০৫
হারিকেন-১১ ১০৬
হারিকেন-১২ ১০৭
হারিকেন-১৩ ১০৮
হারিকেন-১৪ ১০৯
হাঁসকল ১১০
হাঁসকল-২ ১১১
হাঁসকল-৩ ১১২
হাঁসকল-৪ ১১৩
হাঁসকল-৫ ১১৪
হাঁসকল-৬ ১১৫
হাঁসকল-৭ ১১৬
হাঁসকল-৮ ১১৭
হাঁসকল-৯ ১১৮
হাঁসকল-১০ ১১৯
হাঁসকল-১১ ১২০
হাঁসকল-১২ ১২১
হাঁসকল-১৩ ১২২
হাঁসকল-১৪ ১২৩
জলের সৌরভ ১২৪
দৃশ্যমান জলের নেশা ১২৫
চন্দ্রখণ্ড ১২৬
অনন্ত স্বপ্নের ভেতরে ১২৭
স্মৃতির আলেখ্য ১২৮
এক বৃষ্টির বিকেলে ১২৯
শীত উৎসব ১৩০
পাখিকাব্য-১ ১৩১
পাখিকাব্য-২ ১৩২
পাখিকাব্য-৩ ১৩৩
পাখিকাব্য-৪ ১৩৪
পাখিকাব্য-৫ ১৩৫
পাখিকাব্য-৬ ১৩৬
পাখিকাব্য-৭ ১৩৭
পাখিকাব্য-৮ ১৩৮
পাখিকাব্য-৯ ১৩৯
পাখিকাব্য-১০ ১৪০
পাখিকাব্য-১১ ১৪১
পাখিকাব্য-১২ ১৪২
পাখিকাব্য-১৩ ১৪৩
ওহ্ শাদা লিলিফুল ১৪৪
আগুন ধারাপাত ১৪৫
নৈঃশব্দ্যের ভেতরে ১৪৬
বিষাদের রেলগাড়ি ১৪৭
অগ্নিদাহ ১৪৮
শীত ও শূন্যতা ১৪৯
পরাবাস্তব চাঁদ ১৫০
মার্বেলঘুড়ি ১৫১
মেঘবৃক্ষ ১৫২
কালের বৈভব ১৫৩
পাখির মৃত্যু মিছিল ১৫৪

বিরহকাল ১৫৫
মর্মজ্ঞান ১৫৭
ক্যাসিনো ১৫৮
দখল ১৫৯
চন্দ্রখণ্ড ১৬০
নথির নীল পৃষ্ঠাজুড়ে ১৬১
সেইসব মানুষের মুখ ১৬২
অগ্নিমোম ১৬৩
চাঁদের ক্ষীণ আলো ১৬৪
বৃত্ত ১৬৫
হাওয়াকল ১৬৬
হাইফেন ১৬৭
হে মধ্যরাতের সমুদ্র ১৬৮
কার্তিকের অস্পষ্ট শীতের সন্ধ্যায় ১৬৯
মৃত্যু ও জাদুবাস্তবতা ১৭০
হৃদয়ে বাজে মৃদঙ্গ ১৭১
নিভৃতে ঝরে পড়ে গূঢ় বেদনারা ১৭২
অরণ্যের গান ১৭৩
আষাঢ়ের এমন দিনে ১৭৪
মুখোশ-১ ১৭৫
মুখোশ-২ ১৭৬
ত্রিকালমগ্ন সুর ১৭৭
দৃশ্যকাব্য ১৭৮
জলঢেঁকি ১৭৯
কিয়ৎকাল বাঁশিও থেমে যায় ১৮০
জলের গ্রন্থি ১৮১
ভূখণ্ড ১৮২
শাদা হাঁসের পালকের নিচে ১৮৩
অবিশ্বস্ত হলদে গোলাপ ১৮৪
খুব মগ্ন হয়ে তুমি যখন নগ্ন হতে থাকো ১৮৫
অদৃশ্য দিগন্তের দিকে ১৮৬
নৈর্ব্যক্তিক জীবনের সূত্র ভুলে গিয়ে ১৮৭
ঈশ্বর ও আমি ১৮৮
হে জলের অবগুণ্ঠন ১৮৯
নীল ঢেউয়ের অপরাহ্ণ ১৯০
শাদা ঢেউয়ের সাথে ১৯১
স্বপ্নবৃত্তান্ত ১৯২

হাত

একবার আমার এ হাত ঘাতকের বিষে নীল ছিল
পথের সমস্ত কাঁটা মুখোশের আড়ালে ছিল অন্তর্হিত
রক্তাক্ত সন্ধ্যায় নিঃশব্দে জ্যোৎস্না ডুবে যায়
বস্তুত সপক্ষে কিছুই ছিল না
তখন দাঁতের দর্পণ সমস্ত শুদ্ধতা চকিতে আড়াল
করে রাখো। ধারালো দাঁত দিয়ে মেধা ও কবিতা
চিবিয়ে খায় অতিদ্রুত
দিন ও রাত্রির মুখোমুখি আমার এ হাত
লাল ও নীলের সমারোহে অদৃশ্যমান ঢেউয়ের মতোন
কুণ্ডলী পাকায় অনবরত

চারদিকে যখন কিছুই থাকছে না
তখন ধোয়ার কুণ্ডলী
অবৈধ মেঘের সুহৃদ
এক দীর্ঘকায় ছায়াক্রোধে অগ্নিমুখ
রূপালি চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করছে আমার নিপুণ হাত

সব সংঘের চকিত চাহনি পেছনে ফেলে
দুঃসহ শুদ্ধতা চাই
সোনালি হৃদয় চাই
আত্মবিনাশের আগে আমি অন্তত
আমার সেই নক্ষত্র-হাত চাই

স্বাদহীন নাভিমূল

জ্বলে জ্বলে নিভে যায়
মোম ও ঘৃণার টংকার
একবার বুঝে নিও ভুলের
মাশুল শুধু তোমার একার
গানের পোষ্য আনাড়ি এক
ঘাতকের বিরাণ-উৎসবে
যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলে বোকা শেয়াল
কষ্টের বিপরীতে নির্বিঘ্নে কাঁপবে
দ্বন্দ্ব ও কামানের সৌরভ
সুরা আর জনতার হাঁকডাক
বাজায় বিউগল সড়কে পার্কে
ঠোঁট জিহ্বা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়
স্বাদহীন নাভিমূল! সপ্তম
নরকে ঝুলে থাকে যন্ত্রণার
মোম! ঘুঙুরে বোল তোলে
চতুর্থ সতীরা। স্বর্গের তোরণে
বসে থাকে চাঁদরূপ গণিকাত্রয়

ঘাতকের নগ্ন করতল

আজ এই দিনে সব হবে রাজপথে
বিপন্ন চিবুক, ওষ্ঠের বিপরীতে চুম্বন
কামুক তীর বিদ্ধ হবে সহস্র ঘৃণার
মুখে; অতিকায় সবুজ বৃক্ষ পুড়ে ছাই
হবে। ক্ষুব্ধ চাবুক উঠে আসবে বসন্তের
দিনে। গ্রীবার পাদদেশ বেয়ে দ্বিখণ্ডিত
ঠোঁটের ছুরি। ঘূর্ণমান নাভির ভেতরে
সোনার ছেলেরা বিনাশী প্রহর
গোনে। কালো ছায়া আর ভূতের নাচনে
রুদ্ধ হয় পৃথিবীর গতি

তুমি কোন দিকে যাবে?
সবদিকে ঘাতকের নগ্ন করতল

মাছ ও শকুনরহস্য

এ.
একজন নিরপরাধ কবিকে এনে
দাঁড় করিয়ে দিলে ষড়যন্ত্রের সাঁকোর ওপর?
শাণিত দৃষ্টির কাছে পরাজিত মানব সন্তানেরা এখন
সংকুচিত হয়ে আসছে
মাছ ও শকুনরহস্য
মাছ ও শকুনরহস্য বোঝ তুমি?
আদিম লুণ্ঠন?
একমাত্র ঈশ্বরই জানেন:
ঐ ষড়যন্ত্রের সাঁকোর অস্তিত্ব কতটুকু
এক শুদ্ধতম কবি এই অপকবিদেরর ভিড়ে
ভুলে গেছে রংধনু রঙ
ভুলে গেছে এই উজ্জ্বল শহরের গোলকধাঁধা
আন্তর্জাতিক ভোল শেখেনি এখনও সেই কবি
চ.
চোখ খুলে দেখ:
নির্দ্বিধায় কবিতা এবং ফুলকে হত্যা করা হচ্ছে
হু-হু করে হনন ডাক দেয়
এই নাও নীল শরবত পান করে অতিদ্রুত
হত্যা করো: ফুল প্রেম
কবি ও কবিতা
ক.
কোথায় সেই স্বচ্ছতম নদী?
যে নদীতে স্নান সারলে
অন্তত একটি খোলস পাওয়া যাবে?
অন্তত কিছু দিন থাকা যাবে দ্বিধাহীন
ন.
নরকের জানালা থেকে
উঁকি দিচ্ছে একটা দাঁতাল শ্বেতভল্লুক
যেন গিলে খাবে:
নারী চাদ সূর্য কবিতা

পা

একটি চলমান পা সারা দিন গর্তের ভেতরে আবর্তিত
বিব্রত মানুষ জনপদ
দর্পণের কাঁচে খোঁজে নিখুঁত অবয়ব
নগরের উৎসমূল থেকে পাষণ্ড ক্ষত নিয়ে ছুটে যায়
বীভৎস শকুনের দল
কিছু দিন আগেও যাদের পোশাক ছিল
মানুষের মতোন। জলজ পাথরে প্রণয়ের বিষ
একজন কবিকে মুহূর্তেই করে দ্বিখণ্ডিত
ক্রমাগত কুয়াশা ভেঙে
গর্তের হা-মুখ খুলে
শব্দময় পায়ের উত্থান চাই

সর্বনাশা পায়ের দাসত্ব এসময় কে বহন করবে
কে এই ক্রীতদাস? যে নিজের পা নিয়ে শেকড়-শেকড়
খেলে?
আমি চাই আমার পা অরণ্য মৃত্তিকা পাহাড়
বিদীর্ণ করে জনপদ ডিঙিয়ে চলে যাক
মানুষের কাছাকাছি মিছিলের কাছাকাছি
সহস্র বছর ধরে একটি পা ছুটে যাক দাসত্বহীন

মোজা

গন্তব্যের উন্মুক্ত দরজা কোন দিকে?
সটান শুয়ে আছে ভালুকের দেহ
শুকনো গলায় অকস্মাৎ সে বলে উঠল
'তোমার মোজা হারিয়ে গেছে'
অবশিষ্ট ছেঁড়া মোজাটি আমাকে দেখে আর্তনাদ
করে উঠল:

মুহূর্তেই চোখের পর্দায় ভাসতে লাগল সমুদ্ররহস্য
মোজাহীন আমার কর্দমাক্ত পা
অরণ্যের উল্লাসধ্বনি:
সুতীব্র ঘাতক...'ছিঁড়ে খাবে তোর নগ্ন পা'
জীবনের শেষ প্রতারক বিপন্ন করে তোলে
আমার ভূমি
চৌদিকে বিরুদ্ধে চিৎকার:
আমাকে আর কেউ ডাকবে না
গোলাপের নির্লজ্জ হাসির দাপটে
কুমারীরা অতিশয় সব লজ্জা ঢেলে দিচ্ছে
সমস্ত পথ জুড়ে নেশার কুমীর
অনন্ত তৃষ্ণার ভেতরে ঘৃণার বুদ্বুদ

কে সেই বিশ্বাসঘাতক? যে আমার
মোজাটিকে হত্যা করলো?
আমি সেই মানুষ
যে-একটা মোজার জন্যে ক্রন্দনে মেতেছি ভীষণ

ভেঙে পড়ে সকল মোহ

প্রতিটি মুহূর্ত শয়তানের কূটকৌশল মরণ ফাঁদ
হয়ে ঝুলে আছে পথের ওপর
সারাটা শহর জুড়ে অন্ধকার। সবকিছু আনন্দহীন
হয়ে ওঠে। দরজার প্রতারণা হলুদ প্রতিহিংসার মতো
মনে হয়। ক্রোধ ও বেদনা শুয়ে থাকে পাশাপাশি
যত দূর চোখ যায় খল-নায়কের উদ্যেম নৃত্য
জানালায় ভেসে ওঠে দর্পণ ফাঁদ
চোখে পড়ে অবিশ্বাস্য রূপান্তর মানুষ তো নয় লোভের কুমির

অন্ধ আলিঙ্গনে বেওকুব রমণীরা বড়শি গিলে খায়
ধুলো ও তাপের নিচে প্রতিদিন রক্তের গোলক
উচিয়ে ধরে সর্পের ফণা। ক্রমশ হৃদয় সন্ত্রাস
জ্বলে দাউদাউ। কোথাও জল নেই শুশ্রূষা নেই
সবকিছু দ্রুত পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ে সকল মোহ
সব ক্রোধ প্রতিহিংসা যদি আমার হয়
তাহলে আমিই তাহা শুধিব

উপসংহার

আমি কি দৌড়েছিলাম সেদিন তোমার সঙ্গে
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে? দ্রোহী পূর্ণিমার রাতে
তুমি আমাকে কি শিখিয়েছিলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো
ঝাঁপিতে গোখরো সাপ, স্বভাবে তুমি ব্রাত্য তো বটেই
এরকম মর্মসংকট নিদ্রাহীন রাতের রাক্ষস
দেখিনি কোনোদিন। সম্পর্কের সূত্র ধরে ধরে
কতটা এগোনো যায় কুন্দবন থেকে শ্মশান অবধি?
স্বপ্নভ্রমে তোমার চুম্বন ছিল বিষাক্ত সর্পের দংশন
ইতোপূর্বে এ বিস্ময়কর পাঠ শিখিনি বলে বেড়েছে দূরত্ব
তুমি 'যোগী' শব্দের ব্যবচ্ছেদ করলে দ্রাক্ষারস ঢেলে দিয়ে
হৃদয়ে প্রণতি জানালে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ করে
ধর্মঘটের মধ্যে তুমি ভালবাসলে নগ্নতা হনন করে
নীল শূন্যতায় উড়িয়ে দিলে বিরহের ধ্রুপদী কবির হৃদয়
তারপর কিচ্ছু নেই থাকে না শুধু কম্পমান ছায়া আর শেষকৃত্য